بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়নের যুদ্ধাভিযানে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে মালে গণিমত বণ্টন সম্পর্কে বিগত খুতবায় যা উল্লেখ করেছিলাম তার বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) পাঁচভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মাঝে বণ্টনের পর খুমুস তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ হতে নতুন মুসলমানদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব নেতাদের মাঝে বিতরণ করেন। এটি দেখে এক আনসারী যুবক সমালোচনা করে বলে বসে, মহানবী (সা.) তাঁর কুরাইশ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে মালে গণিমত বণ্টন করে দিয়েছেন আর আমাদেরকে কিছুই দেন নি, অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো শত্রুদের রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) জ্যেষ্ঠ আনসারী সাহাবীদের একত্রিত হতে বলেন এবং তাদের কাছে প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাদের অধিকাংশ এ কথাই বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের মধ্য থেকে এক নির্বোধ এ কথা বলেছে। তখন মহানবী (সা.) আনসারকে সম্বোধন করে বলেন, **হে আনসারেরা! আমি যখন তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন কি আমি তোমাদের পথভ্রষ্ট পাই নি? অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন অথচ তোমরা এর আগে বিক্ষিপ্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক জাতি ছিলে এবং একে অপরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিলে অথচ আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে বিত্তবান ও সম্পদশালী করেছেন।** একথা শুনে আনসাররা বার বার এটিই বলতে থাকে যে, **এ সবই আমাদের ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগ্রহ।**

মহানবী (সা.) আরো বলেন, **তোমরা চাইলে আমাকে এই উত্তরও দিতে পারো যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের নিকট এমন অবস্থায় এসেছেন যখন আপনাকে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং আপনাকে অমান্য করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আর আপনি নিঃস্ব ও অসহায় ছিলেন এবং লোকেরা আপনাকে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আর এই লোকেরা আপনাকে নিজের শহর থেকে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে (আমাদের) শহরে আশ্রয় দিয়েছি।** মহানবী (সা.)-এর এ কথা শুনে কোনো আনসার সাহাবীরা টু শব্দও করেন নি। সবাই অবনত মস্তকে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর (সা.) কথা শুনছিলেন।

মহানবী (সা.) আনসারকে এটিও (বুঝিয়ে) বলেন, আমি কেন কুরাইশের সাথে এমন আচরণ করেছি? তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা তো ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলে এবং ইসলাম ও ঈমান তোমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশের অধিকাংশ মানুষ মক্কা বিজয়ের সময় নতুন মুসলমান হয়েছিল, তাই এই নবদিক্ষিত মুসলমানরা পুরনো ঈমানের অনুসারীদের তুলনায় অত্মীয়তার বন্ধন, উপঢৌকন এবং সম্মানের অধিক হকদার ছিল যেন ইসলাম তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে পারে।** এছাড়া এর পূর্বে অনেক যুদ্ধে কুরাইশের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তাই আমার লক্ষ্য ছিল তাদের মনস্তুষ্টি করা।

অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, **তোমাদের কাছে কি এ বিষয়টি পছন্দনীয় নয় যে, লোকেরা ছাগল, ভেড়া, উট নিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে নিজেদের সাথে নিয়ে (বাড়িতে) ফিরবে? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে কল্যাণ নিয়ে যাচ্ছ তা তার তুলনায় অনেক উত্তম।** মহানবী (সা.) বলেন, **লোকেরা যদি কোনো উপত্যকা দিয়ে যায় আর আনসারা যদি অন্য কোনো উপত্যকা দিয়ে যায় তবে আমি আনসারদের সাথে যাওয়া পছন্দ করব।** তিনি (সা.) আরো বলেন, **হে আনসারেরা! আমার পর তোমরা অন্যদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য পেতে দেখবে, কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ কোরো যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাওযে কওসারে মিলিত হচ্ছো, অর্থাৎ কিয়ামতে দিন (আমার সাথে তোমাদের) সাক্ষাৎ হবে আর তোমরা (কখনো) নেতৃত্ব লাভ করবে না।** পরিশেষে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আনসারের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন, **হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি আনুগ্রহ করো, আনসারের সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করো, আনসারের ভবিষ্যৎপ্রজন্মের প্রতিও অনুগ্রহ করো।** এ বক্তব্য শুনে আনসাররা অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন, এমনকি তাদের দাড়িও অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল আর তারা কেবল এই বাক্যই উচ্চারণ করছিলেন, **আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর (এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) বণ্টন এবং নিজেদের (প্রাপ্ত) অংশের প্রতি অন্তরাত্মা থেকে সন্তুষ্ট।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ১৩০০ বছর (এখন তো ১৪০০ বছর) অতিবাহিত হয়েছে, এ সময়ে সব জাতি ইসলামের বদান্যতায় বাদশাহ্ হয়েছে অথচ কোনো আনসার আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ হতে পারে নি। অনেক সময় এক ব্যক্তির কথা সমস্ত জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করে জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিয়ে বলেন, **যারা এ কারণে কুরবানী করে যে, তারা পদাধিকারী হবে বা সম্পদ লাভ করবে তাহলে তারা যেন আমার ডাকে, অর্থাৎ খলীফার আহ্বানে কুরবানী করতে না আসে। বরং তারাই যেন আসে যারা খোদার জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত।** হুযূর (আই.) বলেন, একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে জামা'তের সদস্যদের মাঝে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আমাদের এত অভিজ্ঞতা, আমরা এত কাজ করেছি, তাই আমাদের পুরস্কৃত করা উচিত অথচ এমনটি করা হয় না। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কী পার্থিব পুরস্কার চায় না-কি খোদার পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হতে চায়? হুযূর বলেন, **যুক্তরাজ্যের আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমার প্রেক্ষাপটে আমি আনসারদের বলছি, যদি কারো হৃদয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বা খিদমতের সময় এরূপ কোনো ধারণার উদ্রেক হয় তাহলে সে যেন তা হৃদয় থেকে দূরীভূত করে এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।**

মালে গণিমত বণ্টনের সময় কিছু বেদুঈন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সম্পদ চাইতে থাকে। তাদের ধাক্কাধাক্কির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাদর একটি কাঁটাযুক্ত ঝোপে আটকে যায় এবং ছিড়ে হওয়ার উপক্রম হয়। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার চাদরটি তো আমাকে ফেরত দাও। এরপর নিকটবর্তী একটি কাঁটাযুক্ত গাছের দিকে ইশারা করে তিনি (সা.) বলেন, **আমার কাছে যদি এ গাছের কাঁটার সমান উটও থাকত আমি তার সবই তোমাদের মাঝে বিতরণ করে দিতাম এবং তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও ভীতু হিসেবে দেখতে পেতে না।** মহানবী (সা.) এখানে সেসব বেদুঈনের মন্দ আচরণেও কোনো অসন্তুষ্টির প্রকাশ করেন নি, বরং ধৈর্যের সাথে হাসিমুখে তাদের জবাব দেয়ার মাধ্যমে তরবীয়ত করেন আর সম্পদের অধিকারও প্রদান করেন। আরো বর্ণিত হয়েছে, **তিনি (সা.) নিজের উটের কাছে গিয়ে এর একটি পশম তুলে তা উঁচু করে দেখিয়ে বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের সম্পদের মধ্য থেকে এতটুকু সম্পদেরও আমার প্রয়োজন নেই, সেই খুমুসের অংশ ব্যতীত যা আরবের রীতি অনুযায়ী একজন**

শাসক পেয়ে থাকে। তবে সেই খুমুস (এক পঞ্চমাংশও) আমি আমার নিজের জন্য খরচ করি না, বরং তাও তোমাদের কাজেই ব্যয় করা হয়। স্মরণ রেখো! কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারী লোকেরা এর কারণে খোদার দরবারে লাঞ্ছিত হবে।

আরেক বেদুঈনের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূর্ণ করুন। তিনি (সা.) বলেন, আনন্দিত হও। এরপর সে বিরক্তির স্বরে বলে, আপনি বারবার শুধু আনন্দিত হতে বলছেন, কিন্তু কিছুই প্রদান করেন নি। তিনি (সা.) এ কথা শুনে কষ্ট পান এবং সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন যেদিকে আবু মূসা আশ'আরী ও বেলাল (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সে সুসংবাদ গ্রহণ করতে চায় নি, তোমরা গ্রহণ করো। তখন তারা সাথে সাথে বলে উঠে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি (সা.) একটি পানির পাত্র চেয়ে নেন এবং সেই পানি দিয়ে হাত মুখ ধৌত করেন। এরপর অবশিষ্ট পানি আবু মূসা এবং বেলালকে দিয়ে বলেন, এ পানি পান করে নাও এবং নিজেদের চেহারা ও বুকে ঢালো আর আনন্দিত হও। এরপর তারা এমনটিই করেন। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)ও এই বরকতময় পানি থেকে অংশ চেয়ে নিয়েছিলেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথমত **রোমানিয়ায় কর্মরত মুবাল্লিগ মোহতরম ফাহীম উদ্দীন নাসের সাহেব,** যিনি সম্প্রতি ৫২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তাঁর বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার প্রপিতামহ হযরত মির্যা আলম উদ্দীন সাহেব (রা.)-র মাধ্যমে, যিনি পত্রযোগে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ২০০৬ সালে মরহুমকে রোমানিয়ায় প্রেরণ করা হয় আর আমৃত্যু তিনি সেখানেই ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। সময়মতো নামায আদায়, তাহাজ্জুদ ও নফল পড়া তার চিরায়ত অভ্যাস ছিল। রোমানিয়ায় প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি পদায়িত হন আর নিজের জীবদ্দশায় জামা'তের রেজিস্ট্রেশন, মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠার ন্যায় বড়ো বড়ো কাজ সম্পন্ন করেন। সর্বদা আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতেন এবং কোনো ধরনের ছুটি বা বিরতি না নিয়ে নিরলসভাবে জামা'তের সেবা করতেন। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি বিদেশে ধর্মের খাতিরে নিজেকে কুরবানী করেছেন। **তার মর্যাদা শহীদের সমতুল্য আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।** দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, **কানাডা প্রবাসী মোহতরম আব্দুল আলীম ফারুকী সাহেবের,** যিনি তার বাড়িতে ডাকাতের আক্রমণ হলে এক ডাকাতের গুলিতে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তিনি মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সানৌরী (রা.) এবং মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। জামা'তের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং নামায ও বিভিন্ন নফল ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা সুলভ আচরণ করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)